দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ... 06 MAY 2007

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচিতি ঃ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্যাম্পাস

খুলনা মহানগর থেকে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে খুলনা-সাতক্ষীরা সংলগ্ন ময়ুর নদীর পাশে এক মনোরম পরিবেশে গল্লামারীতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। প্রতিষ্ঠাকালের দিক থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এর অবস্থান নবম। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এবং ভবিষ্যতের চাহিদার নিরিখে এখানে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়েই স্নাতক পর্যায়ে প্রথম নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা, এনভায়রমেন্টাল সায়েন্স এবং বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে এবং ঢাকার বাইরে স্নাতক পর্যায়ে স্থাপত্য ও ব্যবসায় প্রশাসনে শিক্ষা কোর্স চালু করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুর কথা ঃ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে জড়িয়ে আছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনগনের নিরলস প্রচেষ্টা ও দীর্ঘদিনের আন্দোলন। ১৯৭৪ সালে ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে খুলনা বিভাগে উচ্চ শিক্ষা প্রসারে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালের ১০ নভেম্বর তৎকালীন সরকারের কেবিনেট খুলনায় একটি টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু উক্ত সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত না হওয়ায় ১৯৮৩ সাল থেকে উচ্চ শিক্ষা বঞ্চিত এ অঞ্চলের মানুষ আন্দোলন গড়ে তোলে। গণআন্দোলনের মুখে ১৯৮৫ সালের শেষের দিকে সরকার খুলনা বিভাগে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয় এবং ১৯৮৭ সালের ৯ মার্চ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৯৯০ সালের জুন মাসে জাতীয় সংসদে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হলে ১৯৯১ সালের ২৫ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

পরবর্তী পথচলা ঃ ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাত্র ৪টি ডিসিপ্লিনে ৮০ জন ছাত্র ছাত্রী নিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। যার ধারাবাহিকতায় শিক্ষা কার্যক্রমে ইতিমধ্যে দেড় দশক পূর্ণ করেছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে গতিশীল করতে ইতোমধ্যে ২৫ বছরের একাডেমিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ণ করা হয়েছে। এটা বাস্তবায়িত হলে ২০০৭ সাল নাগাদ অত্যাধুনিক ও যুগোপযোগী ৪৮ টি ডিসিপ্লিনে, ৫টি ইন্সটিটিউট এবং ৩টি গবেষণা, প্রশিক্ষন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র চালু হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষক সংখ্যা ২৭৪ আর ছাত্র ছাত্রী রয়েছে ৪ হাজার ৮২ জন যাদের মধ্যে ৩৬ জন বিদেশী ছাত্র ছাত্রী।

শিক্ষা ও গবেষনা কার্যক্রম ঃ বর্তমানে এখানে ৫টি স্কুলের অধীনে ১৬ টি ডিসিপ্লিনে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে। বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুলের অধীনে রয়েছে আর্কিটেকচার, আরবান এন্ড রুরাল প্লানিং, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল, ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ও গনিত ডিসিপ্লিন। ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন স্কুলের অধীনে আছে ব্যবসায় প্রশাসন ডিসিপ্লিন। জীব বিজ্ঞান স্কুলের অধীনে রয়েছে ফরেষ্টি এন্ড উড টেকনোলজি, ফিশারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রোটেকনোলজি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, ফার্মেসী ও সয়েল সায়েন্স ডিসিপ্লিন। সমাজ বিজ্ঞান স্কুলের অধীনে আছে অর্থনীতি ও সোসিওলজি ডিসিপ্লিন এবং কলা ও মানবিক স্কুলের অধীনে রয়েছে ইংরেজী ডিসিপ্লিন। এছাড়া সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড স্টাডিজ অন দি সুন্দরবনস (সিআইএসএস), রিসার্স সেল, মডার্ন ল্যাংগুয়েজ সেন্টার ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ শিক্ষা ও গবেষণা কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিভিন্ন সুবিধাদি ঃ একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবকাঠামো প্রয়োজন তা এখানে গড়ে ওঠেনি শুধুমাত্র আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে। তারপরও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রয়েছে দুটি সুবৃহৎ একাডেমিক ভবন, দুটি প্রশাসনিক ভবন, তিনটি আবাসিক হল, মেডিকেল সেন্টার, ব্যাংক শাখা, ডাকঘর, ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবন, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নব নির্মিত বাসভবন। ইতোমধ্যে শালী ইসলাম গ্রন্থাগার ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এখানে রয়েছে ইন্টারনেট সুবিধা। ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থানরত ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য রয়েছে বিআরটিসির ২টি দ্বিতল বাসসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ১০ টি পরিবহন। ছাত্র ছাত্রীদের মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও মানবিক গুণাবলীর সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের প্রায় এক ডজন ক্লাব বা সোসাইটি রয়েছে। এসব সংগঠনের মাধ্যমে তারা নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন ও চিত্ত বিনোদনের সুযোগ লাভ করে। এর মধ্যে বিএনসিসি, যুব রেড ক্রিসেন্ট, প্রেস ক্লাব, ডিবেটিং সোসাইটি, নাট্য সংগঠন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি ও পাঠদানের মাধ্যম ইংরেজী। পাঠ্যক্রমে কম্পিউটার ও গণিত সম্পর্কিত কিছু বিষয় বাধ্যতামূলক। আধুনিক বিশ্বের শিক্ষা ধারার সাথে সংগতি রেখেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে কোর্স ক্রেডিট সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে। ক্যাম্পাসে ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক অপটিক্যাল ফাইবার সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা তথ্য প্রযুক্তির আন্তর্জাতিক প্রবাহের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

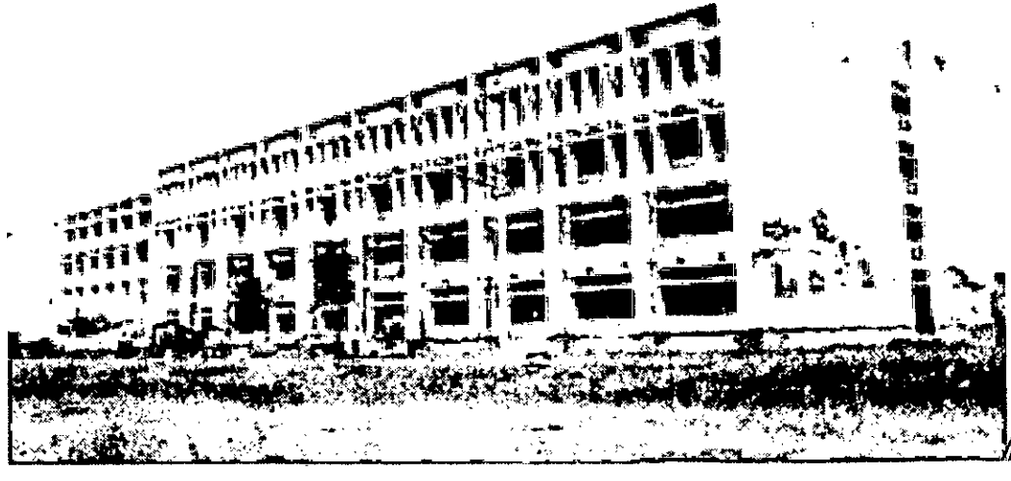

❑ গাজী আলাউদ্দিন আহমদ